নিউইয়র্ক

বইমেলায় দুই বাংলার লেখকদের যোগদান

নিউইয়র্কে বইমেলার দশম বছর পূর্তি উৎসব হয়ে গেলো জমজমাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ঢাকার বাইরে এতবড় মেলার আয়োজন এই প্রথম... লিখেছেন **আকবর হায়দার কিরণ**

নিউইয়র্কে আয়োজিত বইমেলায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান দিকপালরা বলেছেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ঢাকা ও কলকাতার বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছে। আর বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছে একাত্তরের স্বাধীনতা। জ্যাকসন হাইটসে সম্প্রতি আয়োজিত হয় বইমেলার দশমপূর্তি উপলক্ষে জমজমাট অনুষ্ঠানমালা। এই বইমেলাকে অনেকেই তুলনা করেন স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমীর দক্ষিণ পাশের মাঠে আয়োজিত মেলার সাথে। ঢাকার বাইরে এই প্রথম এতো বড় মেলার আয়োজন হলো। মুক্তধারা এবং বাঙালির চেতনামঞ্চ আয়োজিত দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানমালায় অতিথি হিসেবে যোগ দেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, সমরেশ মজুমদার ও ইমদাদুল হক মিলন। দশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। লেখকদের সাথে এতে আরো যোগ দেন কবি ইকবাল হাসান, হাসান ফেরদৌস, প্রকাশক ওসমান গনি, অন্যদিন সম্পাদক মাযহারুল ইসলাম ও বাংলা একাডেমীর শফিকুর রহমান। উদীচীর শিল্পীরা আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে গেয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। সাহিত্য আসরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ বলেন, বাংলার মতো সুন্দর ভাষা বোধ করি দ্বিতীয়টি আর নেই। তিনি এই ভাষাকে বিকৃত করার অপচেষ্টার নিন্দা করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার বক্তব্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে নেয়ার জন্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কৃতজ্ঞতা জানান। ইমদাদুল হক মিলন তার বক্তব্যে বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আপনাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে অহংকারী করে তোলে। আগামী প্রকাশনীর ওসমান গনিও এতে বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান ঢাকার পর কলকাতা নয়, নিউইয়র্কই বাংলা ভাষার বইপত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। বইমেলায় মুক্তধারা ছাড়াও স্টল দেয় ঢাকার আগামী ও অন্য প্রকাশ এবং নিউইয়র্কের সৃজনী ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। ফিতা কেটে বইমেলার উদ্বোধন করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

আলাপ প্রসঙ্গে সমরেশ মজুমদার বলেন, বাংলাদেশের পাঠকরা পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ব্যাপারে যতোটা আগ্রহী ততোটা কলকাতার পাঠকরা এখনো হতে পারেনি। কবিতার আসরের উপস্থাপনায় ছিলেন আবির আলমগীর। ইকবাল হাসান ও ফকির ইলিয়াসসহ অন্যান্যরা কবিতা পড়েন এ অনুষ্ঠানে। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন তাজুল ইমাম, মির শিবলী, আফসানা সিরাজ, তাহমিনা শহীদ, স্বপ্না কাওসার ও অহীন দাস। উদীচীর রূপা খান ও শামিম চৌধুরীর পরিচালনায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন লেখক

বইমেলায় যোগ দিতে এসে হুমায়ূন আহমেদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছু সময় তিনি হাসপাতালেও ছিলেন। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ এখনো সবাইকে ছাড়িয়ে আছেন। সমরেশ মজুমদার এই প্রতিনিধিকে জানান, রবীন্দ্রনাথের পর হুমায়ূন হলেন সর্বাধিক বেস্ট সেলার লেখক। তিনি হুমায়ূনের বই নিয়মিত পড়েন বলেও জানান। নিউইয়র্কের এই বইমেলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মুক্তধারার বিশ্বজিত সাহা।

জেদ্দা

তৃতীয় নয়ন

পৃথিবীতে কোনো কিছুই পারফেক্ট নয়। অসংগতিতে ভরা চারদিক। এর মধ্যেও মানুষ পারফেক্টনেস আশা করে। কিন্তু সব সময় আশা পূরণ হয় কি?

সুন্দর ও সুস্থ চেতনায় ব্যক্তি যখন নিরলস থাকে তখনই মানুষ পৃথিবীর কাছে সুন্দরকে অতিক্রম করে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে। ইচ্ছে হলেই মানুষ সবকিছু করতে পারে না। বা করা উচিত নয়। এতটা সমাজ অথবা দেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিরা জাতির অহঙ্কার। স্ব-স্ব অবস্থানে খ্যাতনামা প্রত্যেকেই তাদের সৃজনশীল সুন্দরের মাধ্যমে জাতি ও দেশকে দুনিয়ার কাছে উজ্জ্বল পরিচিতি দেয়। বড় বেদনার সাথে বলতে হয়, আমাদের বর্তমান সময়টা এখন এক ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে চলছে। দেশের একজন অত্যন্ত খ্যাতনামা অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। এ দেশের নাট্যশিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অনেকটা বেশি আস্থা, নির্ভরতা ও প্রত্যাশা আছে। একই কারণে তাদের প্রতি এ দেশের মানুষ যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। নূর ছাড়িয়ে বিখ্যাত আসাদুজ্জামান এখন নিজেকে বর্তমান সময়ের নষ্ট রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিসের জন্যে?

আমরা জানি বাংলাদেশে এফডিসি নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে কি কি ধরনের শিল্প নির্মাণ করা হয় তা আর কারো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। অপসংস্কৃতিকে রং-চং লাগানো এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। এই বিষয়টা ভালোমতো জেনেশুনেই বাংলাদেশের নাট্যজগতের জ্বলজ্বলে তারকা ডলি জহুর, হুমায়ুন ফরীদিসহ কেউ কেউ এফডিসি'র গুদামজাত হলেন। গানের ভুবনে যাঁরা ছিলেন সাবিনা ও রুনা এই দু'জনই খ্যাতির চূড়ান্তে পৌঁছেও ব্যক্তিজীবনে খ্যাতির ধস নামাতে একটুও দ্বিধান্বিত হননি। দেশের সংগীত ভুবনে তাদেরকে নিয়ে আমাদের গর্ব ছিলো। একটা দেশের বিখ্যাত শিল্পী হয়ে এ দেশের পরিচিতিকে তারা উজ্জ্বল করেছিলেন। কোন

ভীমরতির কারণে তাদেরকে বার বার সংসার গড়ার, সংসার ভাঙার অশুচি খেলায় ভিন্‌দেশী ভিন্‌জাতের কাছে দাসখত দিতে হয়?

আব্দুস সামাদ আজাদ একজন বর্ষীয়ান ঝানু রাজনীতিবিদ। দলের ভেতরে এবং দেশব্যাপী তার প্রবল পরিচিতি ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে দেশের মানুষ স্বভাবতই তার নীতি-আদর্শ ও ত্যাগের প্রতি আস্থাশীল থাকার কথা। কিন্তু নিকট অতীতে পত্নী-বিয়োগের পর নিকটতম সময়ের ব্যবধানে এই প্রৌঢ় বয়সেও যখন তিনি বিবাহ বিলাসী হয়ে উঠে এই কাজটি করেই ফেলেন তখন আমরা মর্মাহত হই। বিয়ের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে অনেক কথাই হয়তো বলা যেতে পারে, তারপরও একটা স্বাভাবিক নীতিমালায় বিষয়টা কি সমর্থনযোগ্য?

শাহাদত চৌধুরীর মতো নামজাদা সম্পাদকের পত্রিকা সাপ্তাহিক ২০০০ এক শ্রেণীর পাঠকের তুষ্টি লাভের জন্যে কিংবা যেন- তেনভাবে প্রচার সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যখন ওই পত্রিকার 'প্রবাস জীবন' 'হৃদয় জানালা' বিভাগে গুণগত মানে হাল্কা ও লেখাগুলো ছাপায় (কখনো কখনো এমনটি দেখা যায়) তখন আমরা দুঃখিত না হয়ে পারি না।

শাহেদ শান্তনু হাসান
Jeddah, Saudi Arabia

টোকিও

পুরুষ সংকট

প্রিন্সেস মাসাকো যে সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছেন তা প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে প্রতিটি মানুষ জানে। পুত্র সন্তান হলে তবেই সংকট কেটে যায়

প্রিন্সেস মাসাকো সন্তানসম্ভবা, এই সংবাদটি মিডিয়ার কল্যাণে এখন প্রতিটি জাপানির মূল আলোচনার বিষয়। ৩৭ বছরের মাসাকো সানের সন্তানটি পুত্র সন্তান হলে সেই হবে জাপানের ভাবী সম্রাট। পিতা ৪১ বছরের ক্রাউন প্রিন্স নারুহিতোর পর তার পালা।

'৯৯ সালের ডিসেম্বরে মাসাকো সান একবার সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন– পরবর্তীতে মিসক্যারেজ হলে সম্ভাবনাটা মিলিয়ে যায়। ক্রাউন প্রিন্স নারুহিতো ও হার্ভার্ড শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র ডিপ্লোম্যাট মাসাকো সান ১৯৯৩ সালের জুন মাসে বিয়ে করেন। বিয়ের পরপরই মাসাকো সান সম্রাটের পারিবারিক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন– বিধিবদ্ধতা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে হয়। বর্তমান সম্রাটের রাজবংশে পুরুষ সংকট প্রবল। কনিষ্ঠ পুত্র আকিসনোর দুই মেয়ে। সম্রাটের পরিবারে এখন সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আকিসনোর জন্মের পর ৩৫ বছরে এই পরিবারে কোনো পুত্র সন্তানের জন্ম হয়নি।

বিয়ের দীর্ঘদিনে ক্রাউন প্রিন্স নারুহিতো ও স্ত্রী মাসাকো সানের কোনো সন্তান না হওয়ায় জাপানের রাজবংশের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সম্রাটের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়মের পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা চলছিল। পুত্র সন্তানের বদলে কন্যা সন্তানের কথাও বিবেচনায় এসেছে।

প্রিন্সেস মাসাকো

ক্রাউন প্রিন্স নারুহিতো ও মাসাকো

শিশুদের সাথে নারুহিতো ও মাসাকো

সংবিধানের Imperial House Law-এর আর্টিকেল ২-এ সম্রাট হিসেবে জ্যেষ্ঠ পুত্র- জ্যেষ্ঠ পুত্রের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র– পুত্র না থাকলে সহোদর ভ্রাতা, সহোদর ভ্রাতা না থাকলে সহোদর ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র এভাবেই ধারাবাহিক নীতির উল্লেখ আছে। রাজবংশ হিসেবে সম্রাটের রক্ত সম্পর্ককেই বলা হয়েছে। অন্য কেউ কখনও সম্রাট হতে পারবে না। বর্তমান রাজবংশে সাতজন পুরুষ আছেন। দুই পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র মিলিয়ে। যেহেতু পুত্র সন্তান না হলে সম্রাটের মুকুট পরার সুযোগ নেই তাই গোটা রাজবংশে পুত্র সন্তানের আকাল। ১১ জন সন্তান আছে শিশু থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তারা সবাই মেয়ে।

অত্যন্ত বাস্তববাদী জাপানি জাতি ট্যাক্সের অর্থ রাজকীয় পরিবারকে পুষতে অনিচ্ছুক হলেও অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী রাজবংশের পতন চায় না– যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই 'সিস্টেম' অনেকটা মেনে নিয়েছে ফলত মাসাকো সানের সন্তান সম্ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছে এবং প্রার্থনা করছে সন্তানটি যেন পুত্র সন্তান হয় তাতে ভবিষ্যৎ রাজবংশের সংকটটা কেটে যাবে– আর আঁটকুড়ে হিসেবে ক্রাউন প্রিন্সের বদনামটাও ঘুচে যাবে।

কাজী ইনসানুল হক
insan@manchitro.net

জেদ্দা

হুঙ্কার থামান

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের দশ হাত মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসী ধরে আনার হুঙ্কার বিফলে গেছে। কারণ তার নিয়ন্ত্রিত (?) পুলিশই এখন বড় সন্ত্রাসী

আমরা আছি বলেই আপনারা আজ একজন বঙ্গেশ্বরী শেখ হাসিনা, আর একজন আহ্লাদি কোরাজন খালেদা জিয়া। আপনাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি সিপাহশালার। আপনার দুই নেত্রী উলঙ্গ নৃত্যের প্রতিযোগিতার দিন (২ এপ্রিল) ধ্বংসের নূপুর পরে এই মঞ্চে নৃত্যে উঠেছিলেন মেতে। সেই দিনটি ছিলো আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, যাকে বলে হরতাল। ঐ দিন আপনার সন্ত্রাসীরা আমাদের জ্ঞাতি ট্যাক্সিচালক মজিবুর ভাইকে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। বিগত দিনে আপনি হুঙ্কার দিয়েছিলেন দশ হাত মাটির নিচে থেকে হলেও সন্ত্রাসীকে ধরে আনবেন। আপনি কি মজিবুরের হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের ধরতে পেরেছেন সিপাহসালার? আপনার এই হুঙ্কার ছিলো শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার গা-গতর রক্ষার জন্য, আমাদের জন্য নয়? আপনারা মনে করেন আমরা সব কুকুর ছানা, তাহলে বলবো, আপনারা আমাদের 'মা-বাপ'। আপনাদের মতোই আমাদেরও দাঁত ও পায়ের নখে বিষ আছে।

জিয়াউল আফসান, জেদ্দা, কেএসএ

ফ্রাঙ্কফুর্ট

শিশু সমাবেশ

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আগতদের বিমুগ্ধ করে

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে গত ১৭ মার্চ জার্মান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮১তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে এক বিশাল শিশু সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে জার্মানির দূরদূরান্তের বিভিন্ন শহর থেকে সপরিবারে বিপুল-সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ছিল বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ওপর শিশুদের বক্তব্য, প্রশ্নোত্তরের আসর, চিত্রাঙ্কন, ছড়া পাঠ, লটারি প্রতিযোগিতা ও প্রীতি-ভোজ। উক্ত শিশু সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের চেয়ার-ম্যান অনিল দাশগুপ্ত। আরও উপস্থিত ছিলেন, জার্মান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ সেলিম এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক ইঞ্জিনিয়ার হালিম ভুঁইএগ্রা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জার্মান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আনোয়ার আলী চৌধুরী এবং সভা পরিচালনা করেন যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান আলম।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে প্রবাসী শিশুদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন মাইন্স শহর থেকে আগত ৯ বছরের ছোট্ট শিশু রাব্বু ভুঁইএগ্রা। সভায় সকলের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর মহান রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জার্মান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম পুলক। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং বাংলাদেশের সমসাময়িক অবস্থা নিয়ে সময়োপযোগী মূল্যবান বক্তব্য রাখেন সৈয়দ আহসান। উপস্থিত শিশুদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বক্তব্য রাখে ১০ বছরের ছোট মেয়ে সিলভানা হক। পরিশেষে সভার সভাপতি আনোয়ার আলী চৌধুরী বলেন, 'এখানে জন্মগ্রহণকারী সকল শিশুদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জানানো আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। এ ব্যাপারে উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখে আমি অভিভূত'। তিনি আগামীতে শিশুদের নিয়ে এ ধরনের আরও অনুষ্ঠান করার জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং প্রীতিভোজের আহ্বান জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ হাফিজুর রহমান আলম
যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জার্মান শাখা

টোকিও

অভিষেক ২০০১ অনুষ্ঠিত

টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিএনপি আয়োজিত অভিষেক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে মুগ্ধ করে

সম্প্রতি জালানের সাইতামাকেন জেলার তাকানো কালচারাল সেন্টারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জাপান শাখার 'অভিষেক ২০০১' অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করে বিএমপি জাপান শাখার সভাপতি প্রকৌশলী শেখ ওয়াজির আহমেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএনপি জাপান শাখার সাধারণ সম্পাদক খান মনিরুল মনি। পরিচালনায় সহযোগিতা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন মিঠু। অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় সংসদ সদস্য, সাবেক তথ্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম। অভিষেক অনুষ্ঠান দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে আলোচনা সভা ও প্রধান অতিথির সাথে বিএনপি জাপান শাখার নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের পরিচয় পর্ব, দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রধান অতিথি এম শামসুল ইসলাম এমপি তাঁর বক্তৃতায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই অবনতিতে দেশের সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ চরম অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আলোচনা সভার শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন উত্তরণ শিল্পী গোষ্ঠী। অভিষেক অনুষ্ঠানে জাপানের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশীদের আগমন ঘটে।

বিএনপি'র জাপান শাখার অভিষেক ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়

Md. Alamgir Hossain Mithu
Tokyo, Japan

প্রবাসে বৈশাখী মেলা ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

মক্কা

সম্প্রতি মক্কা মহানগরী বিএনপি'র অন্তর্ভুক্ত মিসফালাহ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে উক্ত কমিটির কার্যালয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০০১ মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মক্কা মহানগরী কমিটির অন্যতম সংগঠক, নিবেদিত-প্রাণ, কমিটির সহ-সভাপতি ও মিসফালাহ শাখা কমিটির সম্মানিত সভাপতি আলাউদ্দিন খান সিদ্দিকী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মক্কা মহানগরী কমিটির মাননীয় সভাপতি ডাক্তার ফজল-ই-আকবর চৌধুরী। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন মহানগরী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও মিসফালাহ শাখার সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন মাসুদ, মহানগরী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ এজাহার মিয়া, মিসফালাহ কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা সিকান্দর আলী, নাক্কাসা শাখার সহ-সভাপতি শাহাদাত হোসেন, জারুয়াল শাখার সাধারণ সম্পাদক ঈমাম হোসেন মঞ্জু, মক্কা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি প্রকৌশলী আহমেদ হুমায়ূন, তরুণ দলের সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল প্রমুখ। মাওলানা শাহাদৎ হোসেনের সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মিসফালাহ শাখার সাধারণ সম্পাদক ও মহানগরী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন মাসুদ তার বক্তব্যে বর্তমান গণতন্ত্র হত্যাকারী, ভারতের পদলেহী আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এভাবে একটা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ চলতে পারে না, দেশের ধর্মভীরু জনগণ তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে বাধাপ্রাপ্ত হবে, দ্বীনের কথা বলতে পারবে না। তা কোনো মতেই মেনে নেয়া যায় না।

মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি প্রকৌশলী আহমেদ হুমায়ূন '৭১-এর স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন সেদিন জেনারেল জিয়ার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে সংসার, স্ত্রী-সন্তান ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম দেশকে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করতে। আমার সঙ্গের অগণিত মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিলেন ভারতের কাছে মাথা বিকিয়ে দেয়ার জন্যে নয়, বরং প্রকৃত স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমরা আবারও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি, তাই আমার আকুল আবেদন, আর বসে থাকা নয়, আসুন আর একবার ঝাঁপিয়ে পড়ি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে। সভার প্রধান অতিথি, মক্কা মহানগরী কমিটির সম্মানিত সভাপতি ডাক্তার ফজল-ই-আকবর চৌধুরী প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যে স্বাধীনতার তাৎপর্য অত্যন্ত সাবলীলভাবে তুলে ধরে বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নতুন প্রজন্মের কাছে বোধগম্য করে তুলে ধরা আজ সচেতন জাতির প্রথম কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব।

জিয়া উদ্দিন মাহমুদ মিঠু
মক্কা, সৌদি আরব

রোম

ইটালির রাজধানী রোমের Piazza Vittoria ১৪-১৬ এপ্রিল ছিল বাঙালিদের জনসমুদ্রে ভরপুর। হাজার হাজার বাঙালির এক মিলন মেলার উৎসব। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ সমিতি ইটালির স্থানীয় সব সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে আয়োজন করে তিন দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা। বাংলাদেশের যে কোনো স্থানের বৈশাখী মেলাকে হার মানায়। উৎসবমুখর বাঙালিরা 'মেলায় যাইরে' স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ছিল। শুধু রোম শহরে নয় ইটালির অন্যান্য শহরের বাঙালি এমনকি আশপাশের অন্যান্য দেশ থেকেও বাঙালিরা আসে এ উৎসবে। সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান এই বৈশাখী মেলা যা নিজ চোখে না দেখলে বোঝাই যাবে না এ জনসমুদ্রে এ আনন্দের বর্ণনা। মাসখানেক আগে থেকেই চলে প্রচার কাজ। মেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তোলার জন্য গঠিত হয় উপকমিটি। উপকমিটিগুলোর প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন বাংলাদেশ সমিতি ইটালির মাননীয় সভাপতি জিএম কিবরিয়া, উপপরিষদ-সমূহ হলো– অভ্যর্থনা, অর্থ, আপ্যায়ন, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, স্টল, শিল্প নির্দেশনা, তথ্য ও প্রদর্শনী, প্রকাশনা, প্রচার, পোশাক পরিচ্ছদ, স্বেচ্ছাসেবক, মহিলা ও শিশু আলোক এবং শব্দ নিয়ন্ত্রক ও মঞ্চ উপপরিষদ। প্রতিটি পরিষদেই একজনকে প্রধান করে ৫০৭ জন করে কমিটি করা হয়। তিন দিনব্যাপী এ মেলা বাংলা সংস্কৃতি বিকাশের এক অন্যতম মাধ্যম ইটালির বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি। এছাড়া সাধারণ ইটা-লিয়ান জনসাধারণসহ ইটালিতে অবস্থানরত অন্যান্য দেশের লোকজনও এ মেলা দেখার জন্য Piazza Del Vittoria'র ছুটে আসে। মেলা সুন্দর ও সাবলীল হওয়ায় বাংলাদেশ সমিতির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

Rezaul Karim Mridha, Segretario Culturale, Associazione del Bangladesh

বিজ্ঞাপন